Mvi. Ahmad Saufique ...
P.O. & vill- Selbarash
via- Dharampasha
Dt Sylhet

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
পোঃ বক্স নং৬, ১৬/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, May 8th, 1959 | ১ম সংখ্যা
২৪শে বৈশাখ, ১৩৬৬ বাং ২৯শে সওয়াল, ১৩৭৮ হিঃ,

সন্তানের তরবিয়ত

মানুষের করণীয় কার্য্যের মধ্যে নিজের সন্তানগণকে সুসন্তানরূপে গড়িয়া তোলা কঠিন কার্য্য। প্রত্যেক পিতা মাতার কর্ত্তব্য সন্তানের তরবিয়তের ব্যাপারে যেন অবহেলা না করেন এবং সন্তানগণকে সুসন্তানরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। আল্লাহতালা কোরআন করীমে মোমেনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে মোমেনগণ তোমাদের কোন কোন স্ত্রী এবং সন্তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে।" অর্থাৎ তাহাদিগকে হিতোপদেশ দিতে থাক, যেন সংশোধিত হয়। অন্যত্র আল্লাহতালা বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে বাঁচাও।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মানুষ তাহার পরিবার পরিজনের তরবিয়ত না করার ফলে তাহাদের সঙ্গে নিজেও জাহান্নামে যাইতে পারে।

কোরআন করীম দ্বারা এই কথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন কোন লোক স্বয়ং নেক এবং খোদাভক্ত হন। কিন্তু সন্তানগণের তরবিয়ত (সুশিক্ষা-হিতোপদেশ) না করার দরুণ তাহারা বিপথগামী হয়। এই সম্বন্ধে সুরা মরিয়মে সৎলোক ও খোদাভক্ত লোক সম্বন্ধে আলোচনার পর বলিয়াছেন, "এই সমস্ত লোকের স্থলাভিষিক্ত খারাপ সন্তানগণ হইয়াছে, যাহারা নামাজ নষ্ট করিয়াছে ও ত্যাগ করিয়াছে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়াছে।

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব গণ্ডির মধ্যে শাসন কর্ত্তা প্রত্যেককেই তাহার প্রজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। স্ত্রী ও তাহার স্বামীর ঘরের শাসনকর্ত্তি। তাহাকেও প্রজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীও পুরুষের উপর দায়ীত্ব রহিয়াছে। প্রত্যেককে তাহার দায়ীত্ব পালন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অতএব প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী লোকের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আল্লাহতালার এই প্রশ্নের উত্তর যে, "তোমরা তোমাদের তরবিয়তের জন্য কি করিয়াছ।" দিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা। আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণ ইসলামের এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিলে অর্থাৎ শৈশব কাল হইতে সন্তানগণের তরবিয়তের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলে জামাতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।

যে নূর আঁ হজরত (দঃ) প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা অন্য কেহ প্রাপ্ত হন নাই

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) লিখিয়াছেন, "ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নূর, যাহা মানবকে প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণতম মানবকে তাহা ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না। নক্ষত্র সমূহের মধ্যে ছিল না। চাঁদের মধ্যে ছিল না। সূর্য্যের মধ্যে ছিল না। উহা পৃথিবীর সমুদ্র ও নদীর মধ্যেও ছিল না। উহা লাল, ইয়াকুত, যমরূদ, আলমাছ এবং মুক্তার (বহুমূল্যবান পাথর সমূহ) মধ্যেও ছিল না। মোট কথা উহা আকাশ জমিনের কোন কিছুতেই ছিল না। মাত্র মানবের মধ্যে ছিল। অর্থাৎ পূর্ণতম মানবে যার বিশুদ্ধতম, অভিজ্ঞতম ও প্রধানতম ব্যক্তি আমাদের সাইয়েদ ও মওলা, সাইয়েদুল আম্বিয়া, সাইয়েদুল আহ্‌ইয়া মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ)" "আইনায়ে কামালাতে ইসলাম।"

জুমা'র খোৎবার সারাংশ।

ভারতীয় পত্রিকা "প্রতাপ" আমার সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা বিকৃত ভাবে পেশ করিয়াছে।

আহমদীয়া জামাত খোদাতা'লার কায়েম করা জামাত।

খোদাতা'লা সব কিছুর উপর বিজয়ী, তাঁহার সহিত মোকাবেলা কখনও ভাল ফল উৎপাদন করিতে পারেনা।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত ৯।১।৫৯ তারিখের খোৎবার সারাংশ। "আলফজল" ১৭।১।৫৯ ইং

বিগত ডিসেম্বর মাসে রাব্ওয়াহতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব আহমদীয়া কনফারেন্সে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা ভারতীয় পত্রিকা "প্রতাপ" নেহায়েৎ বিকৃত ভাবে প্রকাশ করায় হুজুর (আইঃ) তার প্রতিবাদে বলিয়াছেন :—"আমি জলসা সালানায় বলিয়াছিলাম, আমাদের হাতে তলোয়ার তো নাই যে, আমরা কাদিয়ান বিজয় করিতে পারি। কাদিয়ানের দ্বার যদি খুলেন তবে তাহা খোদাতা'লাই খুলিয়া দিবেন। যদি খোদাতা'লা পাকিস্তানের প্রতি দয়া করেন ও ইহার সাহায্য করিতে চান, তবে আমরা যে স্থান হইতে হিজরত করিয়াছি তাহা পাকিস্তানের হাতে প্রত্যার্পণ করিবেন। আমার এতটুকু কথা "প্রতাপ" ঠিকই লিখিয়াছে।

তারপর আমি বলিয়াছিলাম, ভারতীয় আহমদীয়গণ হিন্দুস্থান সরকারের প্রভুভক্ত প্রজা। পাকিস্তান সরকার যখন আহমদীয়া জামাত হইতে শক্তিশালী শিখ জাতিকে তাহাদের পাকিস্তানে অবস্থিত তীর্থ স্থান "নানকানা সাহেব" পরিদর্শনের অনুমতি দিয়াছে। তখন হিন্দুস্থান সরকার আহমদীগণকে জলসা সালানার সময় কাদিয়ান যাইবার অনুমতি না দিবার কোন কারণই থাকিতে পারেনা। পরন্তু তাহারা খুব কমজোর এবং তাহাদের মধ্যে এরূপ শক্তি নাই যাহাতে হিন্দুস্থান সরকার কোন বিপদ অনুভব করিতে পারে। আমার এই কথার পরিবর্ত্তে "প্রতাপ" লিখিয়াছেন, আমি নাকি বলিয়াছি যে, ভারত কাদিয়ান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি এলাকা পাকিস্তানকে প্রত্যার্পণ করুক।"

"প্রতাপ" এর এই কথা ভুল। আমি এই কথা বলি নাই। যদি সত্যও হইত। তবুও আমি একজন পাকিস্তানী হিসাবে যেখানে কোন কোন হিন্দুস্থানীও এই পরামর্শ দিতেছে, আমিও যদি হিন্দুস্থান সরকারকে পরামর্শ দেই যে, যে সমস্ত এলাকায় অধিক সংখ্যক মুসলমান বাস করিত তাহা পাকিস্তানকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক, ইহাতে দোষের কি আছে? হিন্দুস্থানের বিখ্যাত লিডার মিস্ মৃদুলা সারাবাঈও এই পরামর্শ দিয়াছেন যে কাশ্মীরকে আজাদ করিয়া দেওয়া হউক, অর্থাৎ কাশ্মীর পাকিস্তানকে দেওয়া হউক।

মিস্ মৃদুলা সারাবাঈ হিন্দুস্থানের বিখ্যাত লিডার। দেশ বিভাগের পর গান্ধীজী তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লাহোরে আমার সহিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন শুনিতে পাইলাম যে, আহমদীগণ কাশ্মীরে যুদ্ধ করিতেছেন। আমি উত্তরে বলিলাম, "হিন্দুস্থানের আহমদীগণ যখন হিন্দুস্থান সরকারকে সাহায্য করিতেছে, তখন পাকিস্তানী আহমদীগণ পাকিস্তান সরকারের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিলে হিন্দুস্থান সরকারের তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কি আছে? আমি তাহাকে ইহাও বলিলাম যে, শুধু আহমদীগণ যে যুদ্ধ করিতেছে তাহা নহে; বরং আমার আদেশে আমার পুত্র ঐ দলের নেতৃত্ব করিবার জন্য কাশ্মীর গিয়াছে। অতঃপর তিনি "আপনার সহিত একটি গোপনীয় কথা আছে" এই বলিয়া ডেপুটি হাই কমিশনার সহ বাহিরে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া বলেন গান্ধীজী আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন এবং জানিতে চাহিয়াছেন আপনি আপনাকে হিন্দুস্থানী মনে করেন, নাকি পাকিস্তানী। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি আমার পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে বলিবেন যে; নিশ্চয়ই আমরা পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী ছিলাম। তারপর আপনারা আপনাদের পুলিশ এবং জনসাধারণ দ্বারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়া কাদিয়ান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং পাকিস্তান আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। এখন কি আপনারা চাহিতেছেন যে, আমরা পাকিস্তানের সহিত শত্রুতা করি, ইহার সাহায্য না করি এবং এমতাবস্থায় সমুদ্রে ডুবিয়া মরি? মিস্ মৃদুলা সারাবাঈ আমাকে বলিলেন, গান্ধীজী চান যে, আপনি নিঃসন্দেহে হিন্দুস্থান চলিয়া আসেন। হিন্দুস্থান সরকার আপনাকে কিছুই বলিবে না। আমি বলিলাম, আমি কয়েদী হইয়া হিন্দুস্থানে থাকিতে চাহিনা। আমি এমন একটি তবলিগী জামাতের খলীফা যাহা পৃথিবীর সর্ব্বাংশে বিদ্যমান রহিয়াছে। একাকী কাদিয়ানে অবস্থান করা আমি সহ্য করিতে পারিব না। গান্ধীজী এই ঘোষণা প্রচার করেন যে, কাদিয়ান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি এলাকার সমস্ত মুসলমান হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসুক, তাহাদের সম্পত্তি তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করা হইবে এবং তাহাদিগকে শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া

হইবে, তবে আমি হিন্দুস্থান ফিরিয়া আসিতে পারি। ইহার পর দিল্লীতে আমাদের এক প্রতিনিধি দলকে মিস্ মৃদুলা সারাবাঈ বলেন যে, আমি আহমদীগণকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম তাহারা কাশ্মীরে যুদ্ধ করিতেছে, তখন এই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি।

আল্লাহতালার হেকমত, এই স্ত্রী লোকটি যে আমাদের কাশ্মীরে যুদ্ধ করাতে রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজেই লিখিয়াছেন যে, হিন্দুস্থানের কর্ত্তব্য কাশ্মীর পাকিস্তানকে প্রত্যার্পণ করা।.....

১৯৪৬ ইং সালে দিল্লীতে গান্ধীজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ কালে তথায় দুইজন স্ত্রী লোক উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমার কথায় রাগান্বিত হইয়া তাঁহাদের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছিল। মিস্ মৃদুলা সারাবাঈ রতনবাগে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, দিল্লীতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ কালে যে দুইজন স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁহারা কে? উত্তরে তিনি বলিলেন, একজন আমি ছিলাম অন্যজন মহিলা ডাক্তার ছিলেন। আমি বলিলাম, আপনারা আমার কথায় রাগ করিতেছিলেন কেন? তিনি বলিলেন, রাগ করিবনা? আপনি আমাদের গুরুর সহিত তর্ক করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আপনাদের গুরু তো আমার কথা মানিয়া নিয়াছিলেন। আপনারা রাগ করিলেন কেন? তিনি বলিলেন গুরু আপনার কথা মানিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমরা আপনার কথা মানি নাই।

মোট কথা, মিস মৃদুলা সারাবাঈ গান্ধীজীর বন্ধু সহকর্ম্মীনা এবং হিন্দুস্থানে খুব গৃহীতা হওয়া সত্ত্বেও ইহা লিখিয়াছেন যে, বখশী সরকার বিলোপ করিয়া আবদুল্লাহ সরকার গঠন করা হউক এবং কাশ্মীরকে আজাদ করা হউক। এখন যদি একজন হিন্দুস্থানের বাসিন্দা এবং গান্ধীজীর বন্ধু এই পরামর্শ দিতে পারেন যে কাশ্মীরকে আজাদ করা হউক, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে কাশ্মীর পাকিস্তানকে প্রত্যার্পণ করা হউক। তবে একজন পাকিস্তানী যদি পরামর্শ দেন যে; কাদিয়ান এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তি এলাকা পাকিস্তানকে প্রত্যার্পণ করা হউক ইহাতে ক্ষতির কি আছে? বেশীর বেশী পণ্ডিত নেহেরু এবং তাঁহার পার্লিয়ামেন্ট এতটুকু বলিতে পারেন যে, ইহা ভুল পরামর্শ। আমরা ইহা মানিতে প্রস্তুত নহি। মোট কথা এই কথার উপর রাগ করা এবং বিদ্রূপ করা যে, আমরা আহমদীগণকে হত্যা করি নাই ঠিক নহে। এখানে একটি ঘটনা আমার স্মরণ হইল। হজরত মুসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে খোদাতালার পয়গাম পৌঁছাইতে গেলেন। তখন ফেরাউন বলিল, তোমার কি স্মরণ নাই যে, তুমি শিশু ছিলে এবং আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি। হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন, আমাকে প্রতিপালন করিয়া তুমি কি এত উপকার করিয়াছ তুমি আমার জাতিকে শত শত বৎসর যাবৎ গোলাম করিয়া রাখিয়াছ।

এখানকার অবস্থাও তদ্রূপ। ভারতের সহস্র সহস্র আহমদী ভারত গভর্ণমেন্টের খেদমত করিতেছেন, ট্যাক্স আদায় করিতেছেন এবং বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতেছেন। তৎপরিবর্ত্তে যদি ভারত গভর্ণমেন্ট কাদিয়ানের কতিপয় আহমদীকে হত্যা না করাইয়া থাকেন, তবে ইহা কি উপকার করিয়াছে। ভারত সরকার ফেরাউনের ন্যায় এই কথা ভুলিয়া গিয়াছে যে তথায় সহস্র সহস্র আহমদীগণের ওফাদার আহমদী জামাত মওজুদ রহিয়াছে। কিন্তু নিজের কথা স্মরণ রাখিয়াছে যে, কাদিয়ানের আহমদীগণকে হত্যা করায় নাই। হা, তাহাদের এই উপকার রহিয়াছে যে দারুল-হামদে (কাদিয়ানের এক মহল্লার নাম) অবস্থিত আমার কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের ১০০ কামরা বিশিষ্ট কুঠি মাত্র মাসিক ১৫৲ পনর টাকা ভাড়াতে জনৈক বাস্তুত্যাগীকে দিয়াছিল এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের কুঠী মাত্র ৫৲ পাঁচ টাকা মাসিক ভাড়ায় দিয়াছিল এই কুঠী পরে খালী করিয়াছে সত্য, কিন্তু বলা হইয়াছে যে, ইহা সরকারী মেহমানগণের জন্য ওয়াকফ করা হইয়াছে। ইহা কোন প্রকার উপকার যে সম্বন্ধে এখন গর্ব্ব করা হইতেছে। হিন্দুস্থান গভর্ণমেন্ট আমাদের প্রতি কোন প্রকার কৃপা প্রদর্শন করে নাই। হাঁ, আমরা তাহাদের বর্ত্তমান নেতাগণের উপকার করিয়াছি। পূর্ব্বে কংগ্রেসও আমাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিত। তাহারা অস্বীকার করিলে আমি এখনও প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ ভারগোয়েঞ্জা ও আমার নিকট হইতে ইংরাজী পত্রিকার জন্য সাহায্য নিয়াছেন।

মোট কথা আমরা সর্ব্বদা কংগ্রেসের উপকার করিয়াছি। গান্ধীজী ইহা উত্তমরূপে জানিতেন এবং অনুভব করিতেন যে, আহমদীগণের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য চলিতে পারে না। ১৯২৪ ইং সালে লণ্ডন যাইবার সময় অনেকে আমাকে বলেন যে, গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। আমি তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিলাম যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। তিনি দিল্লীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিলেন। আমি লিখিলাম, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমি দিল্লীতে অপেক্ষা করিতে পারি না। জাহাজ বোম্বাই অপেক্ষা করিবে। তথায় সাক্ষাৎ হইলে সুবিধা হয়। গান্ধীজী আমার এতটুকু সম্মান করিলেন যে, বোম্বাই গেলেন এবং আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তারপর শিমলাতে সাক্ষাৎ হইত। মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব মরহুম তখনও কংগ্রেসে ছিলেন তাঁহার ভাই মওলানা শওকত আলী সাহেব খুব তেজস্বী ছিলেন। গান্ধীজী আমাকে বলিলেন, আপনি কংগ্রেসে কেন যোগদান করিতেছেন না?

আমি বলিলাম, আমরা ধর্ম্মীয় জামাত রাজনীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আমরা ইহাতে কিরূপে থাকিতে পারি? আপনারা মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে মাত্র এই কারণে বহিস্কৃত করিয়াছেন যে, তিনি খদ্দর পরিধানে অমত ছিলেন এবং তাঁহার মত ছিল যে, মেশিন ব্যতীত দেশ উন্নতি করিতে পারে না। আপনারা এত জবরদস্ত করিলে আমি কেমন করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারি? হাঁ, আপনারা যদি রাস্তা খোলা রাখেন যে, আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হইলে কংগ্রেসে নিজেদের আধিপত্য লাভ করিব। তবে আমরা সাহায্য করিতে পারি। ইহাতে মওলানা শওকত আলী মরহুম আমার সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিলে গান্ধীজী তাঁহাকে চুপ করাইয়া বলিলেন, ইনি যাহা বলিতেছেন ঠিকই বলিতেছেন। অতঃপর গান্ধীজী আমাকে কংগ্রেসের ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বলায় আমি বলিলাম, আমার নিকট কংগ্রেসের কনষ্টিটিউশন নাই। আমি পরামর্শ দিব কিরূপে? তিনি তাহা পাঠাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আমি তাহা পাই নাই।

মোট কথা, গান্ধীজী মওলানা শওকত আলী সাহেব মরহুমকে বলিয়াছিলেন যে, ইনি ঠিক বলিতেছেন। যে পর্য্যন্ত সংখ্যাধিক্য হইবার পর আজাদীর প্রতিশ্রুতি না পাইবেন সে পর্য্যন্ত কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন না। আমি গান্ধীজীকে বলিয়াছিলাম যে, যে পর্য্যন্ত এই প্রকার আজাদী হাসেল না হইবে, কংগ্রেস অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস বলিয়া দাবী করিতে পারে না। ইহা হিন্দুস্থানের সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে, হিন্দুস্থানের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে না।

তারপর এই পত্রিকা "প্রতাপ" যাহাতে আমার বক্তৃতা বিকৃত করিয়া প্রকাশ কর

হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় কৃষ্ণ এবং তাঁহার মেয়ের চরিত্রের প্রতি আক্রমণ করিয়া একটি আর্য্য সমাজী পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, বিগত ২০ বৎসর যাবৎ এই পত্রিকা আমাদের বিরোধীতা করা সত্বেও আমি উহার প্রতিবাদ করি। আমি লিখি যে, কোন ভদ্র এবং সম্মানী লোকের গৃহাভ্যন্তরের কথা প্রকাশ করা এবং গোপনীয় বিষয় প্রসারিত করা উৎকৃষ্ট চরিত্র বিরোধী কার্য্য। আমার এই প্রতিবাদে মহাশয় কৃষ্ণ খুবই আনন্দিত হইলেন, আমার প্রবন্ধ তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন এবং আমার সদ্ব্যবহারের প্রশংসা করিলেন। যদি মহাশয় কৃষ্ণ জীবিত থাকেন (আমি শুনিয়াছি তিনি জীবিত) তবে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। ঐ সময় তো বিরোধীতা থাকা সত্বেও আপনার স্বপক্ষে প্রবন্ধ লেখায় আপনি প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর আজ ঐ ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং আপনার পত্রিকা আমাদের জন্য আত্ম মর্য্যাদা প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতেছে। আমি তো মাত্র হিন্দুস্থান গভর্ণমেণ্টকে এইটুকু বলিয়াছিলাম যে, জলসা সালানার সময় আমাদিগকে কাদিয়ান গমন হইতে বঞ্চিত না করিয়া ভিসা প্রাপ্তির রাস্তা খুলিয়া দিন।

মোট কথা, আমাদের নিকট শক্তি নাই, কাদিয়ানের রাস্তা খুলিলে খোদাতালাই খুলিয়া দিবেন। খোদাতালা কাদিয়ানের রাস্তা খুলিলে পণ্ডিত নেহেরু এবং তাঁহার গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন? কিন্তু যদি তাঁহারা একটী দুর্ব্বল এবং শান্তি প্রিয় জামাতকে নির্বিঘ্নে তাহাদের ধর্ম্মীয় কেন্দ্রে যাইবার অনুমতি দেন তবে জগতের সামনে ইহা তাঁহাদের সম্মানের কারণ হইবে। যদি ইহা না করেন তবে জগতের দৃষ্টিতে তাঁহারা ঘৃণিত হইবে।

মোট কথা, দুনিয়া অত্যাচারিত এবং দুর্ব্বলের সাহায্য করিয়াই থাকে। আমার চিকিৎসার্থে লণ্ডন যাইবার পথে সিরিয়ায় একজন স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল, আমার স্বামীকে ইসরাইল গভর্ণমেণ্ট এই দেশে আসিবার অনুমতি দিতেছে না। লণ্ডনে জনৈক সংবাদ পত্র প্রতিনিধি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আমি কথা প্রসঙ্গে এই ঘটনাও উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন নিরাপত্তা পরিষদে আমার সম্পর্ক রহিয়াছে। আপনি যদি বিষয়টি বিশদভাবে সরবরাহ করিতে পারেন তবে আমি ইসরাইল রাষ্ট্রের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করাইতে পারি। আমি বলিলাম, আমি রাজনীতিক লোক নহি এবং কোন জাতির সহিত সংঘর্ষ বাধাইতে চাহি না। আমাদের খোদা বিদ্যমান, তিনি সাহায্য করিতে চাহিলে ইসরাইল রাষ্ট্রকেই নরম করিতে পারেন।

তদ্রূপ পণ্ডিত নেহেরু এবং তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে নম্র করিয়া প্রতাপ কি করিতে পারে। যদি প্রতাপের সম্পাদক মনে করিয়া থাকে যে গভর্ণমেণ্ট প্ররোচিত করিয়া আমাদের উপর বিপদ আনিতে কৃতকার্য্য হইবে। তবে তাহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জামাতে আহমদীয়া খোদাতালার কায়েম করা জামাত যে গভর্ণমেণ্টের খুটির জোরে প্রতাপ নাচিতেছে, ঐ গভর্ণমেণ্টের গর্দ্দানও একজন দুর্ব্বলের গর্দ্দানের ন্যায় খোদাতালার হাতে। সে তাহার দেশকে খোদাতালার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া রাজদ্রোহিতা করিতেছে। নিশ্চয়ই তাহার দেশ খোদাতালার মোকাবেলায় পরাজয় স্বীকার করিবে। ফেরাউন হজরত মুসা (আঃ) এর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ফেরাউন কি বিজয়ী হইয়াছিল? তদ্রূপ প্রতাপ পত্রিকার কথায় যদি ভারত সরকার খোদাতালার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়। তবে ইহাকে ঘৃণিত ইঁদুরের ন্যায় পতিত হইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি ভারত সরকার প্রতাপের কথা মানে। তবে স্মরণ রাখুক, খোদাতালার মর্য্যাদা প্রজ্বলিত হইবে ও তাঁহার সৈন্যদল ময়দানে অবতীর্ণ হইবেন। হিন্দুস্থানে জনসংখ্যা যদিও ৪০ লক্ষ হওয়া সত্ত্বেও খোদাতালার একজন ফেরেশতাই বিজয়ী হইতে পারেন। অতএব খোদাতালা সৈন্যদল না পাঠাইয়া একজন ফেরেশতা পাঠাইলেই ভারতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। আ'দ এবং ছমুদ এর ন্যায় পরাক্রম শালী জাতি সমূহ খোদাতালার জামাতের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত জাতির অস্তিত্ব আছে কি? খোদাতালার সামনে ভারতের অস্তিত্ব কি? যদি ভারত মাথা চাড়া দিয়া উঠে তবে ইহার হাশরও আ'দ ও ছমুদ জাতির ন্যায় হইবে।

বিহার ও পাঞ্জাবের ভূমিকম্পের সময় তো কংগ্রেস ছিল। ইহা কি এই দেশগুলিকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল? এখন তদ্রূপ ভূমিকম্প হইলে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি হিন্দুস্থান মনে করে যে, ইহার সহিত বড় বড় রাষ্ট্রিয় শক্তি রহিয়াছে। তবুও ইহার কোন লাভ হইবে না। পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিও ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদিও রাশিয়া চন্দ্রে রকেট নিক্ষেপে কৃতকার্য্য হইয়াছে তবুও ইহাতে কি আসে যায়। যে খোদা চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি রাশিয়াকে ধ্বংস করিতে পারেন।

মোট কথা, খোদাতালার সহিত মোকাবেলা উৎকৃষ্ট ফলোৎপাদন করিতে পারে না। খোদাতালা সর্ব্ব বস্তুর উপর বিজয়ী। জমিনও আসমান তাঁহার মুষ্টির মধ্যে আর রাশিয়া তো পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। চন্দ্রে রকেট নিক্ষেপ করিয়া রাশিয়া গর্ব্ব করিতেছে। কিন্তু খোদাতালার মুষ্টিতে সব কিছু তিনি চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ এবং যে কোন দেশকে পিষিয়া ফেলিতে পারেন। রাশিয়াকেও পিষিয়া ফেলিতে পারেন। অতএব কোন শক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া হিন্দুস্থানের গর্ব্ব করা উচিত নহে। যদি পূর্ব্ব পশ্চিমের সমস্ত শক্তিও ইহাকে সাহায্য করে তবুও বিজয়ী হইতে পারিবে না বরং ধ্বংস হইবে। ইহার জন্য ধ্বংস হইতে বাঁচিবার মাত্র একটী পথ খোলা রহিয়াছে যে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার না করা এবং তাহাদের ধর্ম্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

মোট কথা, স্বীয় রাষ্ট্রকে খোদাতালার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো রাজদ্রোহিতার ন্যায়।

আমরা হিন্দুস্থানের শত্রু নহি। হিন্দুস্থানের শত্রু 'প্রতাপ' কারণ 'প্রতাপ' ইহাকে এমন স্থানে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে যেখানে ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য। আমি 'প্রতাপ'কে উপদেশ দিতেছি। আমার উপকারের কথা স্মরণ রাখও জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করা হইতে বিরত থাক। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি আর্য্য সমাজীগণের আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এখন 'প্রতাপ' ঐ বিষয় তো ভুলিয়া গিয়াছে মাত্র এতটুকু স্মরণ আছে যে, আমরা কাদিয়ানে আহমদীগণকে হত্যা করি নাই।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) শুনাইতেন, কাহারো ঘরে এক মেহমান আসিলে গৃহস্বামী নিজের সাধ্যমত তাহার মেহমান নেওয়াজী করিয়া বলিলেন, আপনার অনুগ্রহ যে আমার ঘরে শুভাগমন করিয়া আমাকে খেদমতের সুযোগ দিয়াছেন। কিন্তু আমি আপনার যথারীতি খেদমত করিতে পারি নাই। উত্তরে মেহমান বলিল, আপনি অনুগ্রহ করার গর্ব্ব করিবেন না। আপনি আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন নাই। আমি আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি। আপনি যখন আমার জন্য খাদ্য দ্রব্য আনিতে যাইতেন তখন যদি আমি আপনার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতাম তবে আপনি কি করিতে পারিতেন। তদ্রূপ 'প্রতাপ' আমাদের অনুগ্রহ ভুলিয়া গিয়াছে। মাত্র এতটুকু স্মরণ রাখিয়াছে যে, আমরা কাদিয়ানের আহমদীগণকে হত্যা করি নাই।

———

আমার দেখা মালির

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তা ছাড়া Camp life এ সৈনিকদের জীবন যাপন বেশ সুন্দর হয় দেখতে। খাওয়ার সময়ে যার যার Camp এর নেতা তার ক্যাম্পে কতজন লোক রয়েছে লিষ্ট করে একজনকে খানা আনার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। লঙ্গরখানা থেকে খাবার এনে সকলে এক সঙ্গে বসে খাবেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এখনেকার জলসাতে খাওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা উল্লেখ করা যেতে পারে। উপরে যাহা উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে যদি প্রত্যেক আঞ্জুমানের বা যারা এক সঙ্গে আছেন ১০।১২ জনের জন্য এক জন যেয়ে লঙ্গরখানা থেকে খাবার নিয়ে আসেন সে আরও সুবিধা। এই পন্থায় খুবই সহজ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ইহা ছাড়াও ক্যাম্পে সকলকে নিজের হাতে সব কাজ করতে হয়। তাতে শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে এক দিয়া যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় তেমনি অন্য দিক দিয়া নিজে হাতে কাজ করারও অভ্যাস হয়। এক সঙ্গে যখন ৫০০ শত খোদ্দাম ও শত খানিক আৎফাল শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে কাজ করেন তখন মনের মধ্যে যে, বিরাট অনুপ্রেরণা আসে এবং তা শুধু যারা এ রকম ধরণের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন—তারাই উপলব্ধি করতে পারেন।

এই ধরণের সম্মেলন বিশেষ করে পূর্ব্ব পাকিস্তানে হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সব জামাত হয়ত ব্যক্তিগত করতে সমর্থ নাও হ'তে পারে। প্রথম প্রথম ২৪টা জামাত এক সঙ্গে মিলে বা সব জামাত মিলে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে পারে। প্রয়োজন বোধে বা যদি সম্ভব হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও খোদ্দামদের আমন্ত্রণ করা যেতে পারে এতে উভয় অংশের লোকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে জামাতের বাহিরে যারা আছেন তাদেরকেও বেশী বেশী করে আমাদের কার্য্যবলী ওয়াকেবহাল করার জন্য নিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

উপরে যাহা বলা হয়েছে তা ছাড়াও এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যাহা খোদ্দামরা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের প্রিয় ইমাম হজরত সাহেব বলেন "কওম কি এছলাহ নওজোয়ানও কি এছলাহ বাগায়ের নাহী হও ছাকতা হ্যায়" অর্থাৎ জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তন আনতে হলে প্রথম যুবকদের চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান পৃথিবী বিশেষ করে পাকিস্তান এক যুগ সন্ধিক্ষণের ভিতর দিয়ে চলেছে। আমরা চাই সমস্ত মানব জাতির মধ্যে এক বিরাট নৈতিক বিপ্লব যাতে করে ইছলাম দুনিয়াতে প্রকৃত শান্তি আনয়ন করতে পারে। এই পৃথিবীতে শান্তির ভিত্তিতে কায়েম হবে এক নব জাতির। তারই অগ্রদূত হল খোদ্দাম। অতএব খোদ্দামদের মধ্যে এই চেতনা বা অনুপ্রেরণা জাগাতে হলে এই ধরণের সম্মেলনের প্রয়োজন রয়েছে যথেষ্ট যাতে করে আমরা সমষ্টিগত ভাবে সত্যিকারের সেবক হিসাবে পাকিস্তানের তথা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করার কাজে সুযোগ পাই।

আসুন ভাই সব আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর করে এই মহান কার্যে আমরাও অংশ গ্রহণ করি। পরিশেষে দোয়া করি খোদা যেন আমাদের এই মহান ব্রতকে বাস্তবে রূপায়ণ করার শক্তি দান করেন। আমিন।

—জাকাৎ—

আরবী ভাষায় জাকাৎ অর্থ "পবিত্রতা" ও "বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া।"

এই ফরজ আদায় করার মানসে যে মাল দেওয়া হয় ইহাকেও জাকাৎ বলে। হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের ভিত্তি স্তম্ভ ৫টি (১) লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) নামাজ, (৩) জাকাৎ, (৪) রমজান মাসের রোজা, (৫) বায়তুল্লাহর হজ্জ। ইহাদের মধ্যে জাকাৎ এর স্থান তৃতীয়। জাকাৎ ফরজ হওয়া সত্বেও যে ব্যক্তি ইহা আদায় না করে, তাহার ঈমানের দাবী করা মিথ্যা। আল্লাহতালা কোরআন করীমের সুরা তওবায় বলিয়াছেন, "কাফের যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাৎ আদায় করে তবে ধর্ম্মে তোমাদের ভাই।" এই আয়েৎ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি উপরোক্ত তিনটির কোন্ একটি আদেশ অমান্য করে তবে সে মুসলমান নহে। ক্রমশঃ।

—একটী ভবিষ্যদ্বাণী—

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আহমদীয়া জামাতের ইমামের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইহার প্রকাশ।

১৯৫৬ ইং সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে রাবওয়াহ্তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব আহমদীয়া কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রদান কালে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আই:) ভবিষ্যদ্বাণী রূপে বলেন, "উত্তর ও পূর্ব্ব দিক হইতে হিন্দুস্তানের উপর বিপদ আসিবে। ঐ বিপদ এই ধরণের হইবে, যার মোকাবেলা শক্তি থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্থান করিতে পারিবে না এবং রাশিয়ার সহানুভূতিও হিন্দুস্থান হইতে দূরীভূত হইতে থাকিবে.....খোদাতালার অঙ্গুলী হইতে ইঙ্গিত করিতেছে এবং আমি ইহা দেখিতেছি আল্লাহতালা এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, রাশিয়া এবং ইহার বন্ধুগণ হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। আল্লাহতালা এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিবেন, আমেরিকা অনুভব করিবে যে, যদি পদ উত্তোলন না করি তবে এই পদ উত্তোলন না করার দরুণ রাশিয়া এবং তার বন্ধুগণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। অতএব তোমরা নিরাশ হইবেনা এবং খোদাতালার প্রতি ভরসা রাখ। আল্লাহতালা কিছু দিনের মধ্যে এইরূপ ছামান পয়দা করিবেন। অবশেষে দেখ, ইহুদীগণ ১৩০০ বৎসর অপেক্ষা করিয়াছে এবং ফেলিস্তিনে আসিয়াছে। কিন্তু আপনাদিগকে ১৩০০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে না! সম্ভবতঃ ১৩ বৎসর (অপেক্ষা) না করিতে হয়। সম্ভবতঃ ১০ বৎসরও না করিতে হয় এবং আল্লাহ তালা তদীয় আশীষের নমুনা তোমাদিগকে দেখান।" "আলফজল ১৫।৩।৫৭।

নোট—হুজুর (আই:) এর এই বাক্য কিভাবে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে তাহা সর্ব্বজন বিদিত। কাজেই অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই এই ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়দংশ ১।১।৫৭ ইং তারিখের "মর্ণিং নিউজে" প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। কাহারো নিকট ঐ তারিখের "মর্ণিং নিউজ" থাকিলে দেখিতে পারেন।

স: আ:

সম্পাদকীয়

একাধিক ব্যক্তি এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

জনাব মীর মনিরুজ্জমান সাহেব! আপনি লিখিয়াছেন, "হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যীশু খৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, ইমাম মাহদী, হজরত মোহাম্মদ (দঃ).....ইহারা সকলেই একই ব্যক্তি এবং আধ্যাত্মিক ভাবে একই গুণ সম্পন্ন কিনা।"

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, একাধিক লোক একই ব্যক্তি হইতে পারেন না এবং একাধিক লোক এক প্রকার গুণ সম্পন্নও হইতে পারেন না। কারণ একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে পুনর্জ্জন্মের থিওরী মানিতে হয় যাহা ভিত্তিহীন।

পুনর্জ্জন্ম বলে, পাপ ও পুণ্যের ফলে বারংবার জন্মগ্রহণ করাকে। আর্য্য সমাজীগণ পুনর্জ্জন্মের স্বপক্ষে যে দলীল পেশ করে, তাহা হইল "মানুষের মধ্যে অনৈক্য বিদ্যমান থাকা।" "স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী লিখিত সত্যার্থ প্রকাশ।" ইহার প্রতিবাদে কতিপয় প্রশ্ন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল যার উত্তর পুনর্জ্জন্ম মান্যকারীগণের নিকট নাই।

১। বেদের কোথায় আছে যে, পুনর্জ্জন্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার কারণ "অনৈক্য?"

২। যদি পুনর্জ্জন্ম ও ভাল মন্দ হওয়াকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তবে বলিতে হইবে যে, নাউজুবিল্লাহ খোদাতালা ভ্রষ্টতা ও অপবিত্রতা পছন্দ করেন। কেন না এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি এমন স্ত্রী লোককে বিবাহ করিল যে স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বজন্মে তাহার মাতা, ভগ্নী বা কন্যা ছিল।

৩। মানুষ ভালমন্দ যদি পুর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই হয়, তবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী তদীয় গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশে উত্তম সন্তান লাভের জন্য এই উপদেশ কেন দিলেন যে, সঙ্গমকালে যখন শুক্রস্খলনের সময় হয়, তখন পুরুষ ও স্ত্রী ..... পুরুষ স্বীয় অঙ্গ ঢিলা ছাড়িয়া দেয় এবং স্ত্রী ..... আকর্ষণ করতঃ জরায়ুতে শুক্র ধারণ করে ইত্যাদি। (স্বামীজী আসন সম্বন্ধে এখানে যে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা লিখা তো দূরের কথা, পাঠ করিতেও লজ্জায় মস্তক অবনত হয়। সঃ আঃ) যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই সব কিছু হয়, তবে এই সমস্ত লিখা অনর্থক।

৪। যাহারা পুনর্জ্জন্ম মান্যকারী তাহারা বলিতে পারে কি যে, বর্ত্তমান পুরুষগণ কোন পুণ্যের ফলে পুরুষও স্ত্রীলোকগণ কোন পাপের ফলে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

৫। পুনর্জ্জন্ম মান্যকারীগণের মতে গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি রূপে জন্ম নেওয়া পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি এমন সময় আসে যে, জগতে পাপী না থাকে। তারপর এই সমস্ত পশু আসিবে কোথা হইতে? কাহারো ঘোড়ার প্রয়োজন হইলে সে কি করিবে? কেহ উত্তর দিতে পারে যে, ঘোড়ার পরিবর্ত্তে মোটর খরিদ করিব। আমরা বলিব, ঘোড়ার পরিবর্ত্তে তো মোটর খরিদ করিল সত্য। কিন্তু স্ত্রীর পরিবর্ত্তে কি খরিদ করিবে? ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে পুনর্জ্জন্ম মান্যকারীগণ জগৎবাসীকে নিষ্পাপ দেখিতে চায় না। কারণ সমস্ত মানুষ নিষ্পাপ হইলে পরজন্মে পশু পক্ষীও স্ত্রীলোক আসিবে কোথা হইতে?

৬। এখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকেই জানেন এখন গর্ত্ত, ডোবা প্রভৃতি এমন কি প্রত্যেক ঐ স্থান যাহাতে পানি জমা থাকে অসংখ্যক কীট পতঙ্গ দেখা দিবে। কেহ বলিতে পারে কি যে, এই মওসুমী কীটপতঙ্গ সমূহ কোন পাপের পরিণাম ভুল? তারপর এক একটি ডোবায় অন্যান্য কীটপতঙ্গ বাদ দিয়া মাত্র কোনও এক প্রকারের কীট গণনা করিলেও পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় অধিক হইবে। মানুষ যদি পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে কীট পতঙ্গের জীবন লাভ করে, তবে এত মানুষ আসিল কোথা হইতে?

বেদ স্বয়ং পুনর্জ্জন্ম বিরোধী। যেরূপ খোদা বলেন, আমি যাহাকে ইচ্ছা নিকৃষ্ট রূপে সৃষ্টি করি। যাহাকে ইচ্ছা ঋষীরূপে সৃষ্টি করি। যাহাকে ইচ্ছা বুদ্ধিমান করিয়া সৃষ্টি করি।" "অথ বেদ।"

প্রকৃত পক্ষে, পুনর্জ্জন্ম বাদ নামক থিওরী কাল্পনিক। ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। অথচ ইহার বিপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব একাধিক ব্যক্তি এক ব্যক্তি হইতে পারে না। তদ্রূপ একাধিক ব্যক্তি সমগুণ সম্পন্ন ও হইতে পারেন না।

দুনিয়াতে অনৈক্যের কারণ কি?

আল্লাহতালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন, আমরা দুনিয়াতে অনৈক্য এই জন্য রাখিয়াছি যেন পরিচালনার ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। যদি সমস্ত এক প্রকার হইত তবে এই শৃঙ্খল করেই এলোমেলো হইয়া যাইত।

বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচার

তাহরিকে জদীদের চাঁদার ফল

আহমদীর পাঠক পাঠিকা এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন যে, জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ সহর ফ্রাঙ্কফোর্টে নূতন মসজিদ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীর হামবার্গ সহরেও একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। রাবওয়াহ হইতে জনাব উকিলুল মাল তাহরিক জদীদ ফ্রাঙ্কফোর্ট মসজিদের জন্য চাঁদার আহ্বান জানাইয়াছেন। এই চাঁদার একটি বৈশিষ্ট এই যে, যে সমস্ত ভ্রাতা ভগ্নী ১৫০৲ দেড়শত টাকা বা তারও অধিক চাঁদা দিবেন তাঁহাদের নাম ঐ মসজিদের দেওয়ালে ক্ষোদিত হইবে যেন ভবিষ্যদ্বংশধরগণ ও তাঁহাদের জন্য দোয়া করেন। নিম্নে যে যত ইচ্ছা চাঁদা দিয়া এই নেক কার্য্যে শামেল হইতে পারেন আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) স্বয়ং ৬৬০০৲ ছয় সহস্র ছয় শত টাকা দিয়াছেন পূর্ব্ব পাকিস্তান জামাতের ভ্রাতা ভগ্নীগণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে।

"আহমদী"র নববর্ষ

আল্লাহতালার ফজলে "আহমদী" পত্রিকা নববর্ষে পদার্পন করিল। আমরা প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে নববর্ষের শুভাশীষ জানাইতেছি। সঃ আঃ।

সালানা জলসা

আগামী ২৪ এবং ২৫শে মে ১৯৫৯ইং মোতাবেক ৯ই ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ বাং রবিবার ও সোমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমন আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। জলসায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান হইতে সুবিজ্ঞ বক্তাগণ উপস্থিত হইবেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে জলসায় যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

কলিকাতা হইতে পদব্রজে কাদিয়ান পর্য্যন্ত সফর

মোঃ আহসানউল্লাহ সিকদার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর)

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজপুরা এবং পাতিয়ালার রাস্তায় ছায়া এবং পানির বন্দোবস্ত নাই। রাস্তায় খুবই পিপাসা পাইল। এক বাগানে দেখি কতিপয় মুসলমান কাজ করিতেছে। পানি চাহিলাম তাহাদের কাছে। একজন জিজ্ঞাসা করিল; "তুমি কি ?" উত্তর দিলাম, "আমি মানুষ পুনরায় প্রশ্ন, "কোন জাত ?" উত্তর দিলাম "মুসলমান"। আবার প্রশ্ন—"কি মুসলমান মির্জাই তো নও ?" উত্তর দিলাম, জানিনা মির্জাই কাকে বলে।" পানি দিল ও পান করিয়া চলিলাম সামনের দিকে। (পাঞ্জাবে আহমদীগণকে মির্জাই বলে) মনে আসিল যে. পানি চাওয়াতে এত প্রশ্ন, না জানি খানা চাহিলে উপায় কি হইত। যাহা হউক শাম নগর নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। শাম নগর সনৌর হইতে ২০ মাইল। লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সনৌর কলিকাতা হইতে ১০৮৩ মাইল। (এখান হইতে দূরত্ব সনৌর হইতে ধরা হইবে)।

২৯শে জুলাই ১৯৩৬ইং দিনের গরমের ভয়ে আজ বহু রাত্রি থাকাকালেই রওয়ান হইলাম এবং প্রাতে: "সরহন্দ" পৌঁছিলাম। এখানে হজরত মুজাদ্দেদ আলফেছানি (রহঃ)র মাযার। আজ বিকালে পৌঁছিলাম সনৌর হইতে ৪৮ মাইল দূরে "খান্নে" নামক স্থানে। জনৈক লম্বা কোর্ত্তা পরিধান কারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মসজিদ কোথায় ? লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? উত্তর দিলাম, আমি বিদেশী বিশ্রাম করিবার জন্য। তিনি আমাকে সামনের দিকে দেখাইলেন। প্রায় দুই ফার্লং অগ্রসর হইয়া পুনরায় একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "মসজিদ তো পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন তিনি নির্দ্দিষ্ট মসজিদের ঠিকানা বলিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শুধু যে মসজিদ পাইলাম তাহা নহে—বরং ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবকেও পাইলাম যে লোকটি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সামনের দিকে যাইতে বলিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব আমাকে দেখিয়া মাথা নত করিলেন। আমি কিছু বলিলাম না। কারণ রাত্রির প্রথম দিকটা আমাকে এখানে অতিবাহিত করিতেই হইবে। রাজপুরা পাতিয়ালার রাস্তায় পানি চাওয়ায় যে উত্তর পাইলাম তাহাতে আমার অভিজ্ঞতা হইল যে, আহমদীয়তের নাম নিলে মুস্কিল। তবু আজ মাগরেবের পর মসজিদেই একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা ভাই। এই দেশে তো আহমদী আছে এবং আমার বন্ধুও আহমদী তাহাদের ঘরে খাওয়া যায় কি ? তিনি উত্তর দিলেন, কেন পারিবেন না ? তাহারা ও মুসলমান বরং আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কাজ করিতেছে। এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া অন্য একজন, লোকটিকে মারিতে আসিল। এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, "এই বিদেশী বেচারা না জানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর তুই এই বেচারাকে বিপথগামী করিতেছিস ? ইত্যাদি।" আমি নিজে উঠিয়া তাহাকে থামাইলাম। পরে ২য় লোকটি প্রায় এক ঘণ্টা আহমদীয়তের খেলাফ আমাকে বুঝাইয়া পরে ঘর হইতে রুটি আনিয়া দিলেন খাবার জন্য। রাত্রে আমার ঘুম মোটেই হইল না।

৩০শে জুলাই ১৯৩৬ইং :—আজ বিকালে আমি লুধিয়ানা পৌঁছিলাম। রাস্তায় জনৈক শিক্ষিত লোককে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম. "আঞ্জুমন আহমদীয়া কোথায় ?" লোকটি উত্তর দিল, "It has gone to hell Do you went to go there ? You better go back ' ইহাতো জাহান্নামে গিয়াছে। "তুমিও কি সেখানে যাইতে চাও ? ফিরিয়া যাওয়াই তোমার জন্য বেহতের।" আমার আর কোন কথা বলার সাহস হইল না। চলিলাম সামনের দিকে। সনৌর হইতে আহমদী জামাত গুলির ঠিকানা আনিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে আমার কোন লাভ হয় নাই। অতঃপর আমি "ফলৌর' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করি। ফলৌর সনৌর হইতে ৮২ মাইল। ইহা বাংলার সারদা। কারণ এখানে দারোগাদের ট্রেনিং হয়।

৩১শে জুলাই ১৯৩৬ইং :—আজ শুক্রবার রাস্তায় ঠিক সময়ে মসজিদ পাই কিনা এই সন্দেহে, এবং দুর্ব্বলতার দরুন এখানেই জুমা পড়িলাম। নামাজান্তে মসজিদের বারান্দায় একটি উর্দু বই হাতে নিয়া দেখিতেছি. এরই মধ্যে মসজিদের ইমাম সাহেব বলিলেন, ওহো ! আপনি তো উর্দু জানেন। খবরদার মির্জাই হইবেন না। তারপর তিনি আলাপ আরম্ভ করেন আহমদীয়তের বিরুদ্ধে। ইত্যবসরে তিনি লোক পাঠাইয়া আমার জন্য রুটি আনাইয়া খাওয়াইলেন। খাবার পর আমি রওয়ানা হইলে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তিন মাইল পথ চলিতে থাকেন এবং আহমদীয়তের বিরুদ্ধে ওয়াজ করিতে থাকেন। তাহার বক্তৃতার মধ্যে দুইটি কথা যে একেবারে মিথ্যা তাহা আমার সাধারণ জ্ঞান দ্বারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম। তাহা হইল, কেহ আহমদী হইলেই টাকা এবং বিবাহের জন্য সুন্দরী যুবতী পায়। মৌলভী সাহেব যদি রুটির বন্দোবস্ত না করিতেন তবে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, এত টাকা এবং সুন্দরী যুবতী কি আকাশ হইতে নাজেল হয় ? যাহা হউক বিনা প্রতিবাদে বিদায় নিয়া সামনের দিকে রওয়ানা হইলাম। আজ রাত্রি যাপন করিলাম "কোতবেওয়াল" নামক স্থানে। ইহার দূরত্ব "সনৌর" হইতে ৮৭ মাইল।

১লা আগষ্ট ১৯৩৬ইং :—আজ দ্বিপ্রহরের গরমে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হইয়াছিল। বারশত মাইল সফরের মধ্যে এত গরম আর কখনও অনুভব করি নাই। সন্ধ্যায় জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটবর্ত্তী দোকোহা নামক গ্রামে এক মসজিদে উঠি। রাত্রি কতটুকু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় বারটার দিকেই রওয়ানা হই। রেল ষ্টেশনের নিকট পৌঁছিলে পুলিশগণ আসিয়া তঙ্গ করিতে লাগিল পাঞ্জাবী ভাষায় কি যে বলে কিছুই না বুঝিয়া ইংরাজীতে বলিলাম, যদি ইংরাজী জান তবে বল আমি পাঞ্জাবী বুঝি না। তারপর তাহারা চলিয়া গেলে কতটুকু অগ্রসর হইয়া জলন্ধর শহর ও ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে রাস্তার ধারে নিদ্রা গেলাম

২রা আগষ্ট ১৯৩৬ইং :—আজ প্রাতেঃ জলন্ধর সহর অতিক্রম করিলাম। রাত্রি যাপন করিলাম করতার পুরা এবং বেয়াস নদীর মাঝখানে এক গ্রাম্য মসজিদে। কোন নামাজী না আসায় গ্রামটির নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

৩রা আগষ্ট ১৮৩৬ইং :—আজ অনুমান ১১-১২টায় রাইয়েৎ পৌছি। এখান হইতে আমাকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়িতে হইবে এবং আগামী কল্য কাদিয়ান পৌছিব। সনৌর এর আহমদীগণ বলিয়াছিলেন যে, রাইয়েৎ যে খালের তীরে অবস্থিত ঐ খাল বামে রাখিয়া যাইতে থাকিবেন ঐ খালের তিন মাইল বামে কাদিয়ান অবস্থিত কিন্তু তাহারা দূরত্ব ইত্যাদির খবর সঠিক বলিতে পারেন নাই। রাইয়েৎএ আহমদী আছেন এবং নামও জানি কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইলনা। রাস্তার সাথে মস্ত বড় মসজিদ। খালের তীরে বসা জনৈক লোকের কাছে ছালাম দিয়া বসিলাম ও আঙ্গুলের ইশারায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম কোন দিকে গেলে কোন সহর পাইব। তিনি বলিলেন, সোজা গেলে পাইবেন অমৃতসহর। একটু ডানে গেলে বাটালা ও সোজা ডানে কাদিয়ান। আমি বলিলাম কাদিয়ান যাইব না, আমি যাইব বাটালা। তিনি খুশী হইয়া আমাকে মসজিদে লইয়া গেলেন এবং গোসলের জন্য কূপ হইতে পানি উঠাইয়া দিয়া বাড়ী গেলেন রুটির জন্য। পাঞ্জাবের কূপ অনেক গভীর। পানি উঠাইবার ভয়ে এক সপ্তাহ যাবৎ গোসল করিতে পারি নাই। পূর্ব বাংলার বাচ্চা পাঞ্জাবী গরমের মধ্যে এক সপ্তাহ গোসল না করা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। যাহা হউক ঐ অভাব পূর্ণ হইল, তদুপরি উদর পূর্তির কাজও সমাধা হইল। আমার খাবার পর লোকটী আমাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া বাসন রাখিতে বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি চম্পট দিলাম কাদিয়ানাভিমুখে। কারণ আমার তো এখন এক একটি মিনিট বৎসরের চেয়েও অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। আজ আমার খুশীর শেষ নাই। কারণ আল্লাহর হাত যে আমার সফরে রহিয়াছে তাহা অনুভব করিতে লাগিলাম। আল্লাহর হাত না থাকিলে কপর্দকহীন অবস্থায় বারশত মাইলের ও অধিক পথ কেমন করিয়া অতিক্রম করিলাম? আজ সন্ধ্যায় "গগ্‌গর বাহানা" নামক গ্রামের মসজিদে মাগরেব পড়িলাম। নামাজান্তে জনৈক লোক কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলাম "বাটালা" তিনি বলিলেন, রাস্তাতো পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, কাল সকালে ফিরিয়া যাইব। চক্ষে নিদ্রা নাই। চাদনী রাত। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বেই রওয়ানা হইলাম গন্তব্যস্থান পানে। খালের স্রোত কল-কল করিয়া চলিয়াছে। বাতাসে খুবই আরাম বোধ হইতে লাগিল ও নিদ্রা আসিল। দিব্বি আরামে নিদ্রা গেলাম রাস্তার পাশে।

৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৬ইং :—আজ আমার সফরের শেষ দিন। ফজরের নামাজান্তে চলিলাম আল্লাহর নাম লইয়া। একটু অগ্রসর হওয়ার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষল ধারে বৃষ্টি ও প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল। কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, বরং ভয়ানক শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। শীত যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল, তখন এক বুদ্ধির উদ্রেক হইল। সামনের দিকে দৌড়িতে লাগিলাম। এইভাবে যতক্ষণ বৃষ্টি ছিল ততক্ষণ দৌড়িলাম। বৃষ্টির পর আবার রৌদ্র দেখা দিল এবং পরিধানেই কাপড় শুকাইল বর্ষাকালের সফর। তারপর ছাতা ছাড়া। আজ আমাকে সর্ব্ব প্রথম বৃষ্টিতে ভিজিতে হইল। ইহার পূর্বে এই দীর্ঘ সফরে আর কোন দিন ভিজি নাই, এমন কি বৃষ্টির দরুন কাহারো ঘরে আশ্রয়ও নেই নাই। আল্লাহতা'লার এই একটি নিদর্শন।

তারপর হঠাৎ বাম দিকে কাদিয়ানের সুউচ্চ মিনারা দেখা দিল এবং আমি খালের তীরবর্ত্তী রাস্তা ছাড়িয়া বাম দিকে চলিলাম কাদিয়ানাভিমুখে। অতঃপর বেলা প্রায় এগারটার সময় আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে ১২৫৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাদিয়ান পৌছিলাম। এখানে এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। অপরিচিত স্থান ও অপরিচিত লোক। আমি কোথায় যাই এবং কি বলি? যাহা হউক সর্ব্ব প্রথম মসজিদ আকসায় গেলাম। গেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি কতিপয় বয়স্ক ছাত্রের পরীক্ষা হইতেছে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া ফিরিলাম তথা হইতে। মসজিদ মোবারকের সামনের রাস্তা দিয়া বড় রাস্তার বাহির হইয়া একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেহমানখানা কোথায়? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন? উত্তরে বলিলাম, কলিকাতা হইতে। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখন তো ট্রেনের সময় নয় নাই।

—ক্রমশঃ

—আখবারে আহমদীয়া—

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)র স্বাস্থ্য

রাবওয়াহ হইতে আগত সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) পীড়িত আছেন এবং ১লা মে শুক্রবার দিন জুমা'র নামাজেও শরীক হইতে পারেন নাই। বন্ধুগণ (আইঃ)র পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন।

হল্যাণ্ডে ভূতত্ত্ববিদের ইসলাম গ্রহণ

হল্যাণ্ডে আরও একজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক তদীয় পত্নী সহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি একজন এম, এস, সি ও ভূতত্ত্ববিদ। বর্ত্তমানে (Delft) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছেন। তিনি ডাচ, ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ডেনিশ এবং নরওয়েজিন ভাষায় পণ্ডিত। তাঁহার ডাচ নাম মলিন (Molyn)

লণ্ডনে ৪ জনের ইসলাম গ্রহণ

লণ্ডনে ইদানিং দুইটি পরিবার মিঃ বেল ও তদীয় বেগম সাহেবা এবং মিং ট্রুম্যান ও তদীয় বেগম সাহেবা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন আল্লাহতালার ফজলে উভয় পরিবারই নিষ্ঠাবান।

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া মিশন

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া হইতে আগত সংবাদে প্রকাশ ওসলু নামক সহরে শীঘ্রই মসজিদ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

সুইডিশ, নরওয়েজিন এবং ডেনিশ এই তিনটি ভাষার সমন্বয়ে একটি মাসিক পত্রিকা জারী করা হইয়াছে।

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার মিশনারী জনাব শেঠ কামাল ইউসুফ সাহেব এবং হ্যামবার্গ হইতে আগত মিশনারী জনাব চৌঃ আবদুল লতীফ সাহেব বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন বিভিন্ন সংবাদ পত্র প্রতিনিধির সহিত তাঁহাদের ইণ্টারভিউ হইয়াছে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তাঁহাদের ফটো এবং ইসলাম সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার হাই কমিশনার সাহেব লণ্ডন মিশনে শুভাগমন করিয়া তথায় বক্তৃতা করিয়াছেন বক্তৃতায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন এবং বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশিয়াতে আহমদীগণের সহিত সাক্ষাৎও তাঁহাদের ধর্ম্ম সেবার কথা ব্যক্ত করেন।

অতঃপর তিনি লণ্ডন আহমদীয়া মিশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত তোহফা ইংরাজী অনুবাদ কোরআন করীম কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করেন এবং বলেন আমি এই তোহফা সর্ব্বদা লণ্ডনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরণীয় বস্তুরূপে সম্মান করিব। সর্ব্বশেষে হাই কমিশনার সাহেব আহমদীগণকে ইন্দোনেশিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানান।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca